চাষী – সাঈদুর রহমান লিটন

ছুটছে সবাই কাজের পিছে
সাত সকালে দলে দলে,
কাঁচি কোদাল কাঁধে নিয়ে
চলছে ছুটে গায়ের বলে।

আমার দেশের চাষী বন্ধু
অর্ধ আহার খেয়ে তারা,
কাজ করে যায় রোদে পুড়ে অভাব জ্বালায় নিত্য হারা।

এই চাষীরাই ফসল ফলায়
খাদ্য যোগায় সাহেব লোকের, জানে নাতো দিচ্ছে খাবার নিজের হাতে বড় জোঁকের।

রোদে পুড়ে বৃষ্টি ভিজে ফসল ফলায় মাটি খুঁড়ে,
সেই ফলানো ফসল খেয়ে
সাহেব থাকে অনেক দূরে।

ধার ধারে না এই মানুষদের
কেমন আছে মাটির ঘরে,
মরছে নাকি বেঁচে আছে
হঠাৎ আসা মরণ ঝড়ে।

এইসব রাত্রি – গুলো শিমুল হোসেন

নক্ষত্র অপেক্ষা সহস্রাধিক উজ্জ্বল হয়ে
কোন একদিন জ্বলবে এসব রাত্রিগুলো।

স্মৃতির পাতায় কালো কালো বর্ণে লেখা হবে
তোমার আমার আলিঙ্গনের বিচিত্র দৃশ্য
যেখানে থাকবে দুইজোড়া অনির্লিপ্ত ওষ্ঠ
তোমার উন্নত উত্তপ্ত বক্ষের পরিধিতে
সমুদ্রের তীরে নীলজলে অস্থির আবেশে
বিক্ষিপ্তভাবে অঙ্কিত হবে আঙ্গুলের ছাপ।

কথার ভিতরে হারিয়ে যায় , না বলা কথা
সময়ের সাথে নির্ঘুম জেগে থাকা আকাঙ্খা
সন্ধ্যা ছেড়ে নিশি , নিশি থেকে গভীর নির্জন
নির্জনতা স্তব্ধ করে জাগে ধ্যানস্ত প্রকৃতি ;
এইসব স্মৃতি এইসব রাত্রি হবে ছবি -
মনের পর্দায় , নিজেকে মনে হবে নির্দয় !
কত ভোর কত দ্বীপ্রহর সরে যাচ্ছে দূরে
মুছবে না শুধু তারার মত জোনাকজ্বলা
অন্ধকার ছাদ , অমাবস্যা , পূর্ণিমা লহরী
রয়ে যাবে স্মৃতিময় এইসব রাত্রিগুলো।

গোল আলু – মোঃ এনামুল হক

ভর্তা ভাজি ঝোলে থাকো
গোল আলু নাম ,
গোল আলু গোল আলু
তোমার অনেক দাম।

সকল সবজির দাম কমেছে
শিশির পরশ পেয়ে ,
উজান পথে গোল আলু
সবার আগে ধেঁয়ে।

বাজার গেলে আলু দেখে
কেনার শখ জাগে ,
কেজিখানেক আলুতে হয়
পঞ্চাশ কড়ি লাগে।

কি হায় ব্যাগে নিবো
এত কড়ি কই?
যে আলুতে পুষ্টি আছে
না খেয়ে রই।

নবান্ন – আল আমিন মুহাম্মাদ

মাঠে মাঠে পাকা ধান
কৃষকের মুখে গান
গোলা ভরা ধান আর
হাসি-খুশি মন
নবান্ন দেশে আনে আনন্দ-ক্ষণ।

আত্মীয় বাড়ি-বাড়ি
সাথে আনে রসহাঁড়ি
প্রাণে প্রাণে ছোঁয়া লাগে
বাড়ে অনুরাগ
প্রীতিমাখা সুরে ভরে বাংলার বাগ।

কিষাণির মালা হাতে
দেখে চাষি হাসে সাথে
মহাজন হাসিমুখে
করে হালখাতা
অভাবের বুড়ি মরে হাসে দেশমাতা।

ফিঙের জয় – মজনু মিয়া

ধান কাটা শুরু হলে ফড়িং সব উড়ে,
ফিঙে পাখি ধরে খেতে পিছে পিছে ঘুরে।

শালিক ময়না ধরে নিতে গেলে মুখে, ফিঙে এসে ছুঁ মেরে যে নিয়ে নেয় সুখে। হাজার হাজার ফড়িং উড়ে বসে শিষে, কোনটি রেখে কোনটি খাবে হারা দিশে! কঞ্চি মাথায় বসে ভাবে কি বা করি,
উড়বে যেটাই খাবো সেইটাই ধরি।
আরো কত পাখি আসে খেয়াল রাখে তা,
চোখের সামনে খাবে হতে দেবে না না!
ধান কাটা যেই শেষ হলো সব পাখি,
সন্ধ্যায় ঘরে গেলো নিশি কালো আঁখি।

হেমন্তকাল এলে – শেখ ফয়জুর রহমান

আমন ধানে পিঠার আমেজ
হেমন্তকাল এলে ,
ঘাসের পরে শিশির ঝরে ,
গোলাপ পাপড়ি মেলে ।

নদীর জলে কলমি নাচে , পদ্ম ফুটে ঝিলে ।
নীলচে আকাশ কুজঝ¦টিকাই রোজ ভোরে খায় গিলে ।

পিক পাপিয়া যায় ডেকে তার মন মাতানো সুরে ,
পুবেল হতে হাল্কা বেগে বয় হাওয়া ফুরফুরে ।

হুমায়ূন আহমেদ

হুমায়ূন আহমেদ ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ নভেম্বর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত নেত্রকোণা মহুকুমার মোহনগঞ্জে তার মাতামহের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা শহীদ ফয়জুর রহমান আহমদ এবং মা আয়েশা ফয়েজ। তার বাবা সাহিত্যানুরাগী মানুষ ছিলেন। তার অনুজ মুহম্মদ জাফর ইকবাল দেশের একজন শিক্ষাবিদ এবং কথাসাহিত্যিক; সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা আহসান হাবীব রম্য সাহিত্যিক এবং কার্টুনিস্ট। তার তিন বোন হলেন সুফিয়া হায়দার, মমতাজ শহিদ, ও রোকসানা আহমেদ।

তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন শুরু হয় ১৯৫৫ সালে সিলেটের কিশোরী মোহন পাঠশালায় (বর্তমান কিশোরী মোহন (বালক) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়)। পরে ঢাকা কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্রে অধ্যয়ন করেন এবং প্রথম শ্রেণীতে বিএসসি (সম্মান) ও এমএসসি ডিগ্রি লাভ করেন।

হুমায়ূন আহমেদের বিখ্যাত রচনার মধ্যে আছে- আমার ছেলেবেলা, নীল অপরাজিতা, মেঘ বলেছে যাব যাব, বাদল দিনের দ্বিতীয় কদম ফুল, তিথির নীল তোয়ালে, দেবী, নবনী, ময়ূরাক্ষী, মিসির আলি, দেয়াল, শঙ্খনীল কারাগার, কোথাও কেউ নেই, শূন্য, জোছনা ও জননীর গল্প, গৌরীপুর জংশন, কৃষ্ণপক্ষ, হিমু, গৃহত্যাগী জোছনা ও অপেক্ষা।

২০১১-এর সেপ্টেম্বের মাসে সিঙ্গাপুরে ডাক্তারী চিকিৎসার সময় তার দেহে মলাশয়ের ক্যান্সার ধরা পড়ে। তিনি নিউইয়র্কের মেমোরিয়াল স্লোয়ান-কেটরিং ক্যান্সার সেন্টারে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। তবে টিউমার বাইরে ছড়িয়ে না-পড়ায় সহজে তার চিকিৎসা প্রাথমিকভাবে সম্ভব হলেও অল্প সময়ের মাঝেই তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ১২ দফায় তাকে কেমোথেরাপি দেওয়া হয়েছিল। অস্ত্রোপচারের পর তার কিছুটা শারীরিক উন্নতি হলেও, শেষ মুহূর্তে শরীরে অজ্ঞাত ভাইরাস আক্রমণ করায় তার অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে যায়। মলাশয়ের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ নয় মাস চিকিৎসাধীন ছিলেন। কৃত্রিমভাবে লাইভ সাপোর্টে রাখার পর ১৯শে জুলাই ২০১২ তারিখে তিনি নিউ ইয়র্কের বেলেভ্যু হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তাকে নুহাশ পল্লীতে দাফন করা হয়।

তুমিই আছো সব জুড়ে – শ্যামল বণিক অঞ্জন

মিষ্টি হেসে ফুল দিলে
হৃদয়টাতে দোল দিলে ,
অসীম সুখের পরশে
নাচালে মন হরষে।

রঙের ছোঁয়া নয়নে
তুমিই স্বপণ শয়নে ,
সদ্য আসা ফাগুনে
পোড়ালে গো আগুনে !

রুপের আলোর ঝলকে
করলে পাগল পলকে,
বইলো যেন ঝড় বেগে
কঁচি বুকে আবেগে।

সব ভয় ডর লাজ ওড়ে
তৃষ্ণা ক্ষুধা কাজ দূরে ,
তুমিই আছো সব জুড়ে ,
সকাল দুপুর রাত ভোরে।

কাক ও কোকিল – সাঈদুর রহমান লিটন

কোকিল ডাকে কুহুকুহু
কাকে ডাকে কাকা ,

কোকিলের গান এত মধুর যায় না ঘরে থাকা।

কাকের গানে বিরক্ত হয় আঙ্গুল দেয় সব কানে,
তার গান ভাল লাগেনা
কাক কী কভু জানে?

কাক ও কালো কোকিল কালো
তফাৎ ভালো মন্দে,
ডিম ফুটানো কুটকৌশলে
থাকে নানা দ্বন্দ্বে।

মৃত্যু পথের যাত্রী – সেলিম সিকদার

আমি এক অচেনা দেশের মৃত্যু পথের যাত্রী
আজরাইলের অপেক্ষায় কাটে দিবারাত্রি,
আশার বীজ বুনেছিলাম স্বপ্নে আমারি মনে
বাঁধা বিপত্তি মাড়িয়ে আসবে আমার তনে।

শেষ বিদায়ে অঝোরে কাঁদি শোনা কি আর্তনাদ ? মায়ায় ভুবন দুঃস্বপনের মতন নিবো মৃত্যুর স্বাদ, তোমার সূত্রাবলী শুনবেনা যাযাবরের কান্না মরিলে ঠিক কাঁদিবে, হইবে অশ্রুর বন্যা।

আমার মৃত্যু অমরত্ব নয়, নয় এলাহি কাণ্ড স্বপ্নগুলে কাঁচের মত ভেঙেচুরে লণ্ড ভণ্ড , আমার মৃত্যুর খবর চারিদিকে হবে ঘোষণা
শেষ বিদায়ে তোমার কাছে চাই মার্জনা।

নববধূর মতন কেঁদে কেঁদে দুচোখ করবে লাল নিজের মৃত্যু কামনায় বাঁচাতে হবি বেসামাল,

বাতাসে আনন্দের মৃত্যুর কথা কানাকানি ভালোবাসায় মধুমাখা শুনতাম মুখের বাণী।